২০০৯ সাল হতে ২০২১ পর্যন্ত বরেন্দ্র বহুমখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি খাতে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ক্রঃনং	গৃহীত পদক্ষেপ	অগ্রগতি	অর্জিত সাফল্য
১	সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ) স্থাপন	৩২৩৬ টি	গভীর নলকূপ স্থাপন ও দীর্ঘদিনের অচালু গভীর নলকূপ সচল করে প্রায় ১.৫০ লক্ষ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে এক ফসলি জমিকে ২/৩ ফসলি জমিতে রূপান্তর করা হয়েছে এবং প্রতি বছর ৬.৮০ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে।
২	দীর্ঘদিন অচলাবস্থায় পড়ে থাকা গভীর নলকুপ সচলকরণ	৩১১২ টি	
৩	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মান	৭৬২৫.৭০ কিঃমিঃ	পূর্বের নির্মিত পাকা/কাঁচা নালার পরিবর্তে ও স্থাপিত প্রতিটি গভীর নলকূপে এবং ডাবল লিফ্টিং এর মাধ্যমে নদীর পানি উত্তোলন করে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য নতুন ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ এবং পূর্বের নির্মিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিত করে প্রায় ৪৭৫ হেক্টর কৃষি জমি সাশ্রয় ও পানির অপচয় রোধ করাসহ অতিরিক্ত ৭৫০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতার আনা হয়েছে এবং প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে।
৪	৩৯০ মিটার করে নির্মত ভু-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	১১৬১.৪৫ কিঃমিঃ	
	জলাবদ্ধ জমির পানি নিস্কাশন নালা নির্মাণ (টি)	২১টি	
৫	খাস খাল/খাড়ি পুনঃ খনন	১৩৩০ কিঃ মিঃ	সেচকাজে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে খাস খাল/খাড়ি ও পুকুর পুনঃ খনন করে প্রায় ৪৮০০০ হেক্টর জমিতে সম্পুরক সেচ প্রদান ও বছরে প্রায় ২.০০ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে ।
৬	খাস পুকুর পুনঃ খনন	৬৪১ টি	
৭	নদীতে পন্টুন স্থাপন	১১ টি	সেচ কাজে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদীতে পন্টুন স্থাপন করে নদী ও পুনঃ খননকৃত খাল পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ১৬০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
	নদী ও খাল পাড়ে এলএলপি স্থাপন	৬০১ টি	
৮	সৌরশক্তি চালিত পাতকুয়া খনন	৫৭২ টি	যেখানে কোন নলকূপ কার্যকর নয় এবং জনসাধারণ পুকুর, খাল বা ডোবার দুষিত পানি পান করে, সেখানে পানের উপযোগী পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাতকূয়া খনন করা হয়েছে। ফলে প্রায় ২২০০০ জন গ্রামীণ জনসাধারণ পানি পান করাসহ স্বল্প সেচের ফসল (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, লাউ, কুমড়া, শাক-সবজি ইত্যাদি) চাষে ব্যবহার করছে।
৯	নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ	১টি	রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় বারনই নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপন করে নদীর উভয় পাশে এবং নদী সংলগ্ন ২০ টি খালে ২০০ টি সেচযন্ত্র স্থাপন করে প্রায় ৫০০০ হেক্টর জমিতে বছরব্যাপী সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
১০	বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ	৫৬০০ মেঃ টন	ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে নায্যমূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হচ্ছে।
১১	সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন	৭২৮৭ টি	সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে কৃষকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে সেচ দিচ্ছে। এতে পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ হয়েছে এবং কৃষকের সেচের ব্যয় কমেছে।
১২	সেচের গভীর নলকূপ হতে খাবার পানি সরবরাহ স্থাপন নির্মাণ	১২১২ টি	খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করে প্রায় ৮ লক্ষ গ্রামীণ জনসাধারণকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
১৩	সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত সেচযন্ত্র	১৬৮টি	সেচকাজে Renewable Energy কে কাজে লাগিয়ে ডাবল লিফ্টিং পদ্ধতিতে খাল/পুকুরের পানি ব্যবহারের জন্য ১১৯টি স্থানে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচারলত এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ২৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।
১৪	সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৪২০ কিঃ মিঃ	কৃষকের উৎপাদিত ফসল সহজে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পাকা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে তাদের উৎপাদিত ফসল খুব সহজে বাজারজাত করে ফসলের নায্যমূল্য গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে।
১৫	বৃক্ষ রোপন	৩৬.৩৫ লক্ষ	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত এলাকায় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধিসহ পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।